দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় সরকার বিব্রত স্যাবোটাজ কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন্নাহার হলে মধ্যরাতে পুলিশী অভিযানের ঘটনার পেছনে সরকারকে বিব্রত করাই লক্ষ্য ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ছাত্রী হলে পুলিশের বাড়াবাড়ি সরকারকে বিব্রত করেছে। সরকারবিরোধী াকটি মহলের পরিকল্পিত ফাঁদে কার অতি ৎসাহে পা দেয়া হলো তা চিহ্নিত করার ষ্টা হচ্ছে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রশ্নে শজুড়ে যখন জনমত প্রবল হচ্ছে তখন ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের ষ্ক দেয়া হলো? এ প্রশ্নও দেখা দিয়েছে াটি সরকারের হাই কমান্ডের মধ্যে। ক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যখন শান্তিপূর্ণ রিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার বিভিন্নমুখী ক্ষেপ নিতে যাচ্ছে তখন একটি ছাত্রী ল মধ্যরাতে পুলিশী অভিযানকে কেউ কেউ স্যাবোটাজ হিসেবেও মনে করছেন। সরকারের নীতি-নির্ধারকরা মনে করছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অশান্ত করার জন্য একটি মহল বেশ কিছুদিন যাবতই অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে জনমত সৃষ্টি হতে থাকলে সরকারবিরোধী মহলটি নানাভাবে সুযোগ খুঁজতে থাকে। বুয়েট কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলে যারা ছাত্র রাজনীতির পক্ষের তারা শিক্ষাঙ্গনকে অস্থিতিশীল করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে থাকে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাও সরকারকে বিষয়টি অবহিত করে। ছাত্র রাজনীতির পক্ষের শক্তিগুলোও বুঝতে পারে যে, জনমত তাদের বিপক্ষে। এ জন্য তারা ভিন্ন কিছুর অপেক্ষায় থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী একটি পত্রিকাও সম্প্রতি যে জনমত জরিপ প্রকাশ করে তাতে দেখা যায়, শতকরা ৮৯ দশমিক ০৩ ভাগ মানুষ ছাত্র রাজনীতি চান না। সিংহভাগ মানুষ বুয়েটের মত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে মত দেন। শতকরা মাত্র ৯ দশমিক ৮৬ ভাগ ছাত্র রাজনীতির পক্ষে তাদের মত দেন। পত্রিকাটির জনমত জরিপে অংশগ্রহণকারী শতকরা ১ দশমিক ১১ ভাগ অবশ্য মন্তব্য দানে বিরত থাকেন। আগামী ৩ আগস্ট বুয়েট খুলতে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে গত মঙ্গলবার রাতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১১ জন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সাথে ছাত্র রাজনীতি এবং বুয়েটসহ দেশের শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি নিয়ে আড়াই ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা করেন।

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় সরকার বিব্রত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রীর ঐ বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ আলাপ হয়। আর ঐ রাতেই ঘটে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শামসুন্নাহার হলের ন্যক্কারজনক ঘটনাটি। পরদিন বুধবার প্রধানমন্ত্রীকে যথাসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটি পর্যন্ত জানানো হয়নি। প্রধানমন্ত্রী পুরো ঘটনা জেনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। তিনি সারাদিনই এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেন। ঐদিন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে তার কার্যালয়ে ডেকে পাঠান। এছাড়া সিনিয়র কয়েকজন মন্ত্রীর সাথেও এ বিষয়ে কথা বলেন। তার কথা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর সাথেও। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই বিচার বিভাগীয় কমিটিও গঠন করা হয়। এদিকে গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সিনিয়র মন্ত্রীদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী ক্যাম্পাসের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর ভূমিকা গ্রহণের নির্দেশ দিলেও সকল ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। বুয়েট খোলার সময়ও প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। কেউ যাতে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে না পারে সরকার সে বিষয়ে সজাগ রয়েছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গত বৃহস্পতিবারই সিনিয়র কয়েকজন মন্ত্রীকে উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে 'স্টেশন-লিভ' না করারও পরামর্শ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল শুক্রবারও টেলিফোনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে একাধিক মন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন। অন্যদিকে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দলীয় নেতাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে বিষয়টি সম্পর্কেও সরকার নজর রাখছে। চারদলীয় জোট সরকারের একজন মন্ত্রী গতকাল ইনকিলাব প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মিস হ্যান্ডলিংয়ের কারণে দুঃখজনকভাবে ঘটনাটি ঘটে গেছে। বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে। এই ঘটনাটি সরকারের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করেছে। তবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আশাকরি ষড়যন্ত্রকারী মহল এখন ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে পারবে না। বর্তমান সরকার ক্যাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যা করার দরকার তাই করবে।